Department of Sanskrit
Prepared By : Debabrata Bhattacharya

For Semester I (CBCS)
Paper – CC-1
रघुवंशम् (चतुर्दश-सर्गः) রঘুবংশম্ (চতুর্দশ সর্গ)

রচয়িতা -মহাকবি কালিদাস।

সর্গসংখ্যা- ঊনবিংশতি।

শ্রেণী -মহাকাব্য।

উৎস- বাল্মীকি রামায়ণ।

টীকাকার-মল্লিনাথ।

টীকা -সঞ্জীবনী।

পাঠ্যাংশ-চর্তুদশ সর্গ।

বিশেষ নাম-সীতাপরিত্যাগ।

মুখ্যরস-শৃঙ্গার।

ছন্দ-মূখ্যত অনুষ্টুপ।

মহাকবি কালিদাস সূর্য বংশীয় রাজাদের অর্থাৎ রঘু রাজাদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু:

নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ অপসর্গ ভদ্রের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সূচিত। মহারাজ রামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে দূত জানালেন যে, পুরবাসীগণ মহারাজের ব্যক্তি চরিত্র ও রাজ্য শাসনের প্রশংসা করলেও রাক্ষস রাজ রাবণের ভবনে সুদীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে রাজমহিষী সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন| ধর্মপত্নী সীতার এই অপবাদে রামচন্দ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। প্রজাদের অপবাদ অগ্রাহ্য করবেন না কি সীতাকে পরিত্যাগ করবেন -এই ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সীতার অপবাদ কোনভাবেই বন্ধ করা যাবে না- এরকম নিশ্চিত হয়ে রামচন্দ্র পত্নী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিজের সিদ্ধান্ত রামচন্দ্র অনুজ ভ্রাতাদের জানালেন। সদাচারপবিত্র, সূর্যসম্ভূত রঘুবংশের মর্যাদা রক্ষা করা তাঁর একান্ত কর্তব্য। কারণ, সীতার কলঙ্ক জলে তৈলবিন্দুর মত প্রজাদের মধ্যে ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। পিতৃ সত্য পালনের জন্য একদিন যিনি পত্নী সহ রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন, সেই তিনিই বনবাস থেকে ফিরে এসে অপবাদের কারণে পত্নীকে পুনরায় বনবাসে পাঠাচ্ছেন। চন্দ্রগ্রহণ কালে পৃথিবীর ছায়ায় নির্মল চন্দ্র যেমন কলঙ্কিত হন, তেমনি সীতার কলঙ্কে নির্মল রঘুবংশ

কলঙ্কিত হতে যাচ্ছে। এইভাবে সীতা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে রঘুপতি রাম তার জীবন, মান-মর্যাদা রক্ষা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনুজগণ যেন তাঁর এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। রামচন্দ্র অনুজদের প্রতি এরকম আবেদন করলেও তাঁরা যেমন সীতা বিসর্জন মানতে পারেননি, তেমনি রামচন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতেও পারলেন না। অনন্তর রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে ডেকে সীতাকে তপোবন দেখাবার ছলনায় বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করে আসার নির্দেশ দিলেন। অগ্রজের আদেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করে লক্ষ্মণ সুমন্ত্র বাহিত রথে সীতাকে নিয়ে বাল্মিকীর আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চারিদিকে মনোরম দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে সীতা লক্ষ্মণের সাথে আশ্রমের উদ্দেশ্যে চলেছেন। কিন্তু সহসা দক্ষিণ নয়ন স্ফুরণের মাধ্যমে সীতা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেন। তিনি মনে মনে রঘুবংশের কল্যাণ কামনা করতে থাকেন। গঙ্গার পরপারে বাল্মিকীর আশ্রম। উত্তাল গঙ্গা তার তরঙ্গ সঞ্চালনে লক্ষ্মণকে সীতা বিসর্জনে নিষেধ করছেন। নিষাদ বাহিত নৌকায় লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে বাল্মিকীর তপোবনে উপস্থিত হলেন। সেখানেই তিনি পত্নী পরিত্যাগের রামচন্দ্রের সুকঠিন আদেশ সীতাকে জানালেন। দুঃসহ রাজ আদেশ শুনে সীতা জ্ঞান হারালেন। লক্ষ্মণের যত্নে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি আকুল বিলাপে নিজের মন্দ ভাগ্যকে দোষারোপ করতে থাকেন। পতি রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তিনি কোন ভর্ৎসনা বাক্য প্রয়োগ করেননি। রামচন্দ্রের আজ্ঞাধীন লক্ষ্মণকে ও সীতা কোন রূপ মন্দ কথা বলেননি। লক্ষ্মণের মাধ্যমে সীতা তাঁর শ্বশ্রূমাতাদের প্রণাম জানালেন ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। লক্ষ্মণের মাধ্যমে সীতা রাজা রামচন্দ্রের কাছে জিজ্ঞাসা রাখলেন, নিরপরাধ জেনেও পত্নী পরিত্যাগে রঘুবংশের মর্যাদা কত দূর রক্ষিত হয়েছে? এতৎ সত্বেও সীতা রামকেই পতি রূপে কামনা করেন। সন্তান প্রসবের পর সূর্যের দিকে নিবদ্ধ করে সীতা রামের জন্য তপস্যা করবেন। সীতা জানতে পারলেন যে, রাজধর্ম পালনের জন্যই তিনি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হলেন। এরপর সীতাকে প্রণাম করে লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে গেলে সীতা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে থাকেন। তখন বাল্মিকী মুনি সীতার কান্না শুনে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজেরা আশ্রমে নিয়ে গেলেন।